যুগান্তর

তারিখ ... 30 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ .....

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে রুয়েট রণক্ষেত্র : আহত অর্ধশত

রাজশাহী ব্যুরো/রাবি সংবাদদাতা

বাসের ধাক্কায় দুই ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) শুক্রবার দফায় দফায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে শিক্ষক, ছাত্র ও পুলিশসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। টানা সাড় ৬টা চলা এ সংঘর্ষে পুরো রুয়েট এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ ঘটনায় দুপুর দেড়টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এ সময় রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। আহতদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রুয়েটের তড়িৎকৌশল (ইলেকট্রিক্যাল) বিভাগের ২০০৫ সালের ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে রুয়েট ক্যাম্পাস থেকে বেশ কয়েকটি ঘোড়ার গাড়িযোগে নগরীতে শোভাযাত্রা বের করেন। ওই শোভাযাত্রাটি রাজশাহীর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় পৌঁছলে প্যান্ডেল পরিবহনের রুয়েট : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

রুয়েট : সংঘর্ষে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে সমপূর্ণ ব্যাচের নুরুজ্জামান, জুয়েল ও মুহিত নামের তিন শিক্ষার্থী আহত হন। শিক্ষার্থীরা এ সময় প্যান্ডেল পরিবহনের কাউন্টারে গিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানান। সেখানে পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এর এক পর্যায়ে পরিবহন শ্রমিকরা রুয়েটের শিক্ষার্থী রতন, রেজা, জুয়েলসহ আরও কয়েকজনকে মারধর করেন। পরে পুলিশ শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে রুয়েট ক্যাম্পাসে নিয়ে আসেন। বেলা দেড়টার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসার পর এ ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে ক্যাম্পাস সংলগ্ন রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ শুরু করেন। এ অবরোধের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রুয়েট ক্যাম্পাসের পাশে কাজলা এলাকায় অবস্থিত প্যান্ডেল পরিবহনের একটি কাউন্টার ভাঙচুর করতে শুরু করেন। এ সময় পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সময় নামায় ছাত্র-পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ এক পর্যায়ে রুয়েট ক্যাম্পাসসহ ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী কাজলা এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে সময় নামায় চলা এ সংঘর্ষে রুয়েটের তড়িৎকৌশল বিভাগের শিক্ষক সেলিমসহ অর্ধশত শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও পুলিশ সদস্য আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন তড়িৎকৌশল বিভাগের শিক্ষক সেলিম হোসেন, শিক্ষার্থী রবিন, জুয়েল, মিরেক, আল আমিন, নুরুজ্জামান, রেজা, মুহিত, রতন, রাকিব, শহীদুল্লাহ, রিপন, হিমেল, মুন্না, প্রতীক প্রমুখ। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। আহত পুলিশ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন নগরের ডিপুটি পুলিশ কমিশনার সরদার নুরুল আমিন, মতিহার থানার ওসি আবদুল মান্নান, কনস্টেবল শহীদ, বৌদি, রুবেল, হাফিজুর, সুমন প্রমুখ। সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ে প্রথম আলোর রাজশাহীর ফটোসাংবাদিক আক্তারের উপরও আহত হন। আহত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পুলিশ সদস্যদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ নগরীর বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রুয়েট ক্যাম্পাসের একটি গাড়ি (শিকরাশ) ভাঙচুর এবং উপাচার্যের বাসভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এছাড়া বেলা দেড়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে সব প্রকার যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে রুয়েট উপাচার্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজশাহী মহানগর শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মোমিন, সাধারণ সম্পাদক জোড় সরকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অপু, সাবেক সভাপতি ইকবাল হোসেন টগরসহ উপস্থিত হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্ত হয়। মতিহার থানার ওসি জানান, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করামাত্র বাস কাউন্টার ভাঙচুর চালাতে গেলে পুলিশ সদস্যরা তাতে বাধা দেয়। এতে শিক্ষার্থীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।